দামুড়হুদায় মাসিক খাস বন্দোবস্তে দেওয়া হলো জলমহল দলকার বিল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বহুল আলোচিত জলমহল দলকা লক্ষীপুর বিল এবার সরকারি ভাবে খাস বন্দোবস্ত পেল দলকা মরাগাংনী মৎসজীবি সমবায় সমিতি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ টার দিকে উপজেলা জলমহল ব্যবস্থাপনা কমিটি মাসিক ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা খাস আদায়ে এই বন্দোবস্ত দেন।

জানাগেছে, সম্প্রতি এই জলমহল দলকার বিল বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে মোতাবেক টেন্ডার আহবান করা হয়। এতে ৬টি সিডিউল বিক্রি হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার দিকে যাচায় বাছায় শেষে জলমহল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বোচ্চ দরদাতা মৎসজীবী দলকা মরাগাংনী মৎসজীবি সমবায় সমিতিকে খাস বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। প্রতিমাসে তাদেরকে ১লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও খাস বন্দোবস্ত আদায় কমিটির সদস্য সচিব কেএইচ তাসফিকুর রহমান।

উল্লেখ্য এর আগে সরকারি বিধি মেনে ১৪২৫ এর পয়লা বৈশাখ হতে ১৪৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্রের শেষ দিন পর্যন্ত হেমায়েতপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ছয় বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিলো। ইজারা পাওয়ার পর দুইদিনের মাথায় সমিতির সভাপতি কামাল খান জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনকে সাবলিজ দিয়ে দেন।

আলমডাঙ্গায় কৃষি খেতে বজ্রপাতে

কৃষকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় কৃষি জমিতে কাজ করতে গিয়ে নিজ খেতে বজ্রপাতে ফারুক মুন্সি (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফারুক মুন্সি উপজেলার ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়নের মোচাইনগর গ্রামের কাশেম মুন্সির ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আজ বৃহস্পতিবার সকালে নিজ জমিতে চাষের কাজ করছিলেন ফারুক মুন্সি। এসময় বৃষ্টির সাথে হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হয়। বজ্রপাত তার শরীরের উপর আঘাত করলে চাষের জমিতে গুরুত্বর আহত হন। পরে মাঠের কৃষকেরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের নিকট নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গার থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, বজ্রপাতে ফারুক মুন্সি নামে এক কৃষকের মৃত্যুর ঘটনা তাকে জানানো হয়নি।

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিকদের মানববন্ধন

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) রাষ্ট্রয়ত্ত চিনিকল সমৃহকে যুগোপযোগী করতে চিনি শিল্পের কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে দর্শনা কেরুজ শ্রমিকরা মানববন্ধন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ জেনারেল অফিসের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্টিত হয়। এ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, ডি জি এম সম্প্রসারণ মাহবুবুর রহমান, কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স সিডিএদের সমন্বয়ক সাহেব আলী শিকদার, সিডি এ এ

এস এম কবির, সাইফ উদ্দীন, মাঈন উদ্দীন আহম্মেদ, সাকী মাহমুদ, আঃ কাদের, মইনুর রহমান শাওন, শরিফুল ইসলাম, সোহেল রানা, আরিফুর রহমান, জুলফিকার আলী, সাইফুল্লাহ, মুকুল হোসেন, আসাদুজ্জামান, দেলোয়ার হোসেন, মাহবুবুর রহমান, ফরহাদ খান, জাহাঙ্গীর হোসেন।

এ মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চিনিশিল্পকে লাভবান খাতে নিয়ে যেতে হলে কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে নিয়ে যেতে হবে। এ দাবি আমাদের যৌতিক দাবি। এ দাবি না মানলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবো।বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের অধীনস্থ চিনিকল সমূহের কৃষি বিভাগকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কৃষি বিভাগকে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তর করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে আওতাভুক্ত করতে হবে। কৃষি বিভাগকে কর্মরত কৃষিবিদ ডিপ্লোমাসহ সকল ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী সিডিএ সি আইসিদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করে ইক্ষু সম্প্রসারণ উইং গঠন করতে হবে।এ মানববন্ধন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও সমাপ্তি করেন সমন্বয়ক ও সিডিএ হারিজুল মেম্বার।

ঝিনাইদহে জোরপুর্বক জমি দখলের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাগলা কানাই ইউনিয়নের বাড়ীবাথান গ্রামে জমি জোরপূর্বক দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জমি দখল করে জমিতে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির গাছও কেটে নিয়েছে শাহজাহান ও আফজাল নামের দুই ভুমিদস্যু।

আজ বুধবার সকাল ও গতকাল মঙ্গলবার বাড়ীবাথান গ্রামের দর্গাপাড়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ঝিনাইদহ পুলিশ লাইন্স স্কুলের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর রফিকুল আলম খালেক জানানা, পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া তিনি গ্রামের ৪০ শতক জমিতে ৫০ বছর ধরে আবাদ করে আসছেন। একই মৌজার এই জমিতে ফলজ ও বনজ গাছ ছিলো। কিন্তু প্রতিবেশী ভুমিদস্যু দরবেশ মন্ডলের ছেলে শাজাহান ও প্রতিবেশী আফজাল,

শাহীনসহ আরও কিছু লোকজন জমি দখল করে নেয়। জমিতে থাকা ১৫ টি মেহগনি ও ৬ টি কাঠাল গাছ কেটে নিয়েছে।

ভুক্তভোগী রফিকুল আলম খালেক বলেন, আমরা আমাদের ন্যায্য জমিতে আবাদ করছিলাম। গায়ের জোরে এই জমি দখল করে নিয়েছে। এখন আমরা জমিতে গেলে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। এর আগেও জমিতে মামলা করেছিলো। সেই মামলায় হেরে যাওয়ার পর এখন জোর করে জমি দখল করেছে। আমি থানায় অভিযোগ দিয়েছি। গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ থানায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শাহজাহানকে জমিতে যেতে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু সেই আদেশ না মেনে দুই দিন ধরে গাছ কেটে জমি দখল করে নিয়েছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই আমি।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শাহজাহান বলেন, জমি আমার তাই আমি গাছ কেটে নিয়েছি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, গাছ কাটার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। পুলিশ গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করে উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। পরবর্তীতে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে আখচাষীদের সাথে মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গার সদরের দোস্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আখ চাষী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৫ টার দিকে মিলগেট পৃর্ব সাবজোন ১৫ নং ইউনিটে এ আখচাষীদের নিয়ে সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

উক্ত সমাবেশে আখচাষী কল্যান সমিতি ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক আঃ বারির সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্হাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন আপনারা আখ চাষ করুন আগামীতে আখের মৃল্য আরও বৃদ্ধি করা হবে। আপনারা আখ লাগাবেন এবং সার্বিক সহিযোগিতা করবে

কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। এ মিল আপনাদের এ মিল টিকে থাকলে আপনাদের অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছলতা আসবে। আগামী অর্থ বছরে আখের মৃল্য টন প্রতি ৬ হাজার ৫ শ টাকা নির্ধারন করা হবে। তিনি আরও বলেন ভাল বীজের আখ লাগাবেন আপনার লাভবান হবেন। এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আখ সরবাহ করবেন। অধিক চিনি আহরনের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও টপট্রাসমুক্ত আখ মিলে সরবরাহ করার আহব্বান জানান তিনি।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা), সুমন কুমার সাহা, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি), মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, ডিজিএম কৃষি (সম্প্রসারন) মাহাবুবুর রহমান, আরও উপস্থিত ছিলেন, ১৫ নং ইউনিটের প্রায় ১শ আখ চাষী উপস্থিত ছিলেন।

শীতের সবজি গ্রীষ্মে আবাদ করে লাভবান হচ্ছে ঝিনাইদহের চাষিরা

ঝিনাইদহের মাটিতে বছর জুড়ে বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। বিগত কয়েক বছর শীতের সবজি ফুল ও বাঁধা কপি গ্রীষ্মে আবাদ করে লাভবান হচ্ছেন এ জেলার চাষিরা। বিক্রি করতেও কোন ঝামেলা নেই। ব্যপারীরা সরাসরি মাঠ থেকে চাষিদের নিকট হতে বিভিন্ন ধরনের সবজি কিনে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলাতে পাঠাচ্ছে।

কৃষকরা বলেন, গ্রীষ্মকালীন ফুল ও বাঁধাকপি বছরের ১ লা আষাঢ় মাসে শুরু হয়। প্রতিবিঘা জমিতে সাড়ে ৩’ হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। বীজতলায় চারাগাছ থেকে শুরু করে মাত্র ৩ মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা উৎপাদন খরচ করে বিঘা প্রতি প্রায় লক্ষাধিক টাকা বিক্রি করা যায়।

কৃষক মনিরুল ইসলাম বলেন, এবছর তীব্র গরম ও বেশি পরিমাণ বৃষ্টিতে প্রতিকুল আবহাওয়াতেও তিন মাস, অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে কপি বাজারজাত করতে পেরেছে চাষীরা। প্রতি বিঘা জমিতে বাঁধাকপি ৫ টন ও ফুলকপি ৩ টন উৎপাদন হয়ে থাকে। এতে কৃষকরা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা লাভবান হয়ে থাকে।

সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের চাষি পারভেজ বলেন, চলতি বছর প্রতিবিঘা জমিতে বীজ, সার, কীটনাশকসহ খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। বর্তমান বাজার দাম ভালো থাকায় বেশ ভালো লাভ হচ্ছে। গত বছরও বিঘা প্রতি কপি বিক্রি করে খরচ বাদে চাষীরা ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা লাভ করেছিল।

পাইকার ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম বলেন, কপির বাজার চাহিদা ও সাইজের উপর দাম নির্ভর করে। চলতি বছর কপির সাইজ কিছুটা ছোট হয়েছে। তাই তিনি প্রতিপিচ ফুল ও বাঁধাকপি ১৮ থেকে ২২ টাকায় কৃষকের জমি থেকে কিনে সেগুলো রাজধানী ঢাকায় পাঠিয়ে দেন।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় জানান, কৃষি বিভাগের হিসাব মতে জেলাতে ফুল ও বাঁধা কপিসহ বিভিন্ন সবজির আবাদ হয়েছে ৫ হাজার ৪২৯ হেক্টর জমিতে। আর এ পরিমাণ আবাদ থেকে হেক্টর প্রতি ১৭ দশমিক ১২ মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন কৃষি বিভাগ। ভৌগলিকভাবে জেলার মাটি উঁচু ভুমি হওয়ায় সময়ে অসময়ে সব ধরনের সবজি চাষ হয়ে থাকে। আবাদি জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়না। অনান্য জেলার চাইতে এ জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কম হওয়ায় ভালোভাবে গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ করা সম্ভব হয়।

মুজিবনগরে কৃষকদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য পেঁয়াজ বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৩ হাজার ৫শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ও ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বৃন্দ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৩ হাজার ৫ শত কৃষকের মাঝে ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার, ৫০ গ্রাম ওজনের ১পেকেট কীটনাশক এবং ১০০ ফুটের এক পিস পলিনেট বিতরণ করা হবে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানে এমডি রাব্বিক হাসান

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২৪-২৫ রোপন মাড়াই মৌসুম উন্নত জাতের আখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ সরবরাহের লক্ষ্যে সি ডি এ, সি আই সিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ভবনে এ সভা অনুষ্টিত হয়। এ সভায়(মহাব্যবস্থাপক কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ এ রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন,সরকারের এ ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান আপনাদেরই সম্পদ। এ সম্পদ রক্ষা ও টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাদেরকেই নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বেশী বেশী আখচাষের বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে এলাকার অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি ঐতিহ্যবাহি কেরুজ চিনিকলের

মূল কাচামাল হচ্ছে আখ। সরকার যেমন আখের মূল্য বৃদ্ধি করেছে, তেমনি কৃষকদের সবধরণের সুযোগ-সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করেছে। আখের অধিক ফলনে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহন করেছি আমরা। একর প্রতি আখের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয়য়ে আমরা সবসময় কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে আসছি। ফলে আখচাষে অধিক মুনাফা অর্জনে কৃষকদের হতে হবে আন্তরিক। উন্নত জাতের আখচাষ সহ সঠিক পরিচর্যা করতে হবে।
কেরুজ চিনিকলটি টিকিয়ে রাখতে হলে সবার জায়গা থেকে পরিশ্রম করতে হবে।এবং আখ চাষীদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসাবে ,মহাব্যাবস্থাপক কৃষি দেলোয়ার হোসেন, কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ,এ অনুষ্ঠানটি কৃষি বিভাগের আয়োজনে অনুষ্টিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন,ডিজিএম সম্পসারন মাহবুবুর রহমান।

আমরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চাইনা, আমরা যৌক্তিক সংস্কার চাই: শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম বলেছেন, আমরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চাইনা, আমরা যৌক্তিক সংস্কার চাই। তিনি বলেন, আমরা চাই ছাত্ররাজনীতির সংস্কার গবেষণা, এবং তা বাস্তবায়িত হোক। এ লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার আলাউদ্দিন নগর শিক্ষা পল্লী পার্কের অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইবি অঞ্চলের সাথী সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্নমতের প্রতি থাকবে সম্মান কিন্তু কেউ যেন স্বৈরাচারী না হয়ে উঠতে পারে, সে ব্যাপারে রাখতে হবে সজাগ ও পূর্ণ দৃষ্টি। এই রাজনৈতিক সংস্কারে অবশ্যই চব্বিশের

শহীদদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকতে হবে, তা না হলে ভেস্তে যাবে আমাদের এই স্বাধীনতা।

তিনি আরও বলেন, ছাত্রশিবিরের প্রতিটি কর্মীকে পড়াশোনার পাশাপাশি সুন্দর রাষ্ট গঠনে নিজ নিজ স্থান থেকে কাজ করার আহবান জানিয়ে তিনি আরো বলেন “বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী ভাইদেরকে দিনে সাংগঠনিক কাজ করার পাশাপাশি গভীর রাতে জায়নামাজে বসে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর সাহায্য চাইতেও আহবান জানান।

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি আরও বলেন,”বর্তমান অন্তর্র্বতীকালীন সরকারের কাছে আমাদের জোড়ালো আবেদন বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রণিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে খুব দ্রুত নতুন আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

কুষ্টিয়ার শহর শিবিরের সভাপতি হাফেজ সেলিম রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় জামায়াতের সূরা সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আবুল হাশেম এবং ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক মোঃ সুহাইল।

সেসময় কুষ্টিয়া জেলা শিবিরের সভাপতি ইমরান হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা, মেহেপুর জেলা, ঝিনাইদহ জেলা ও শহর শাখার সভাপতিসহ শিবিরের প্রায় দেড় হাজার সাথী উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মায় পানি বৃদ্ধিতে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা ঢলে পদ্মার পানি বাড়ছে। এর ফলে কুষ্টিয়ার সীমান্তবর্তী উপজেলা দৌলতপুরের ৪টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উপজেলার চিলমারি এবং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ৩৪টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

লোকালয়ে পানি না ঢুকলেও নিম্নাঞ্চলের আবাদি ফসল তলিয়ে গেছে। এতে

প্রায় ২শ’ হেক্টর জমির মাসকলাই আর মরিচ ক্ষেত ডুবে গেছে। ডুবে গেছে রাস্তা ঘাটও। সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দু’টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। এভাবে পানি বাড়তে থাকায় এলাকাবাসী শঙ্কায় থাকলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড আর স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন বৃষ্টি না হলে পদ্মার পানিও কমতে থাকবে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য বলছে, দৌলতপুর অংশে পদ্মার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে পদ্মায় পানি বাড়ছে। উপজেলার ভাগজোত এলাকায় গত ১০ দিনে ১.৭৩ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ০.১৭ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পয়েন্টে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২৬ সেন্টিমিটার। যা বিপদসীমার ১.৪৪ সেন্টিমিটার নিচে।

এদিকে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় শঙ্কায় পড়েছেন উপজেলার ৪ ইউনিয়নের প্রায় ৩৬ গ্রামের মানুষ। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও বাড়ির আশপাশে ঢুকে পড়েছে পানি। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। ক্ষেতের ফসল বিশেষ করে মাসকলাই আর মরিচের ক্ষেত ডুবে যাওয়ায় ভীষণ ক্ষতির শঙ্কায় পড়েছেন তারা।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামরে কৃষক আমিরুল ইসলাম জানান, এবার তিনি চরে ৮ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। কিন্তু পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়ায় তার কলাইক্ষেত ডুবে গেছে। এতে ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলেও জানান তিনি।

একই ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ৭ বিঘা মাসকলাই আবাদ করেছেন। ক্ষেতের সবটুকুই তলিয়ে গেছে পানিতে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তিনি।

পার্শ্ববর্তী চিলমারি ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও অবশিষ্ট নেই ওই এলাকার কোনো ফসলি জমি। কৃষক ফয়জুর রহমান স্বাধীন জানান, এবার তিনি ১৪ বিঘা জমিতে মাষকলাই আবাদ করেছেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে ফসল ঘরে তোলার কথা। কিন্তু আকস্মিক বন্যায় তার ক্ষেতের সব মাষকলাই ডুবে গেছে। এতে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চিলমারি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমেদ একজন বড় চাষি। এবার তিনি ৩৪ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। পদ্মার পানি

আকস্মিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মাষকলাই ক্ষেতের সবটুকুই ডুবে গেছে। পানি না কমলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণপুর ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল বলেন, আকস্মিক পদ্মায় পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে মাষকলাই, মরিচসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তার ইউনিয়নের প্রায় ১৬টি গ্রামের মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

দৌলতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম লেমন জানান, চলতি মৌসুমে এ উপজেলায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে মাসকলাই চাষ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার ৬৫ শতাংশই চাষ হয় চরাঞ্চলে। ইতোমধ্যে প্রায় ২শ’ একর জমির মাসকলাই ও মরিচ ক্ষেতের ক্ষতি হয়েছে। পদ্মার পানি আকস্মিক বৃদ্ধিতে জমির ফসল তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকরা বড় রকমের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে চিলমারী ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান বলেন, ভারী বর্ষণ ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসায় গত ১০ থেকে ১২ দিন ধরে পদ্মায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আরও দু’একদিন পানি বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপর কমতে পারে পানি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙনরোধে উপজেলার উদয়নগর বিজিবি ক্যাম্পের নিকট জিও ব্যাগ ও টিউব ফেলা হচ্ছে।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবাইদুল্লাহ বলেন, বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে।